59

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... DEC 20 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

আগামীকাল বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষে নিহত ২

গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে উপরে নিহত শিবির কর্মী রহিম উদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান। নীচে আহত শিবির কর্মী আবদুস শাকুর ও রুস্তম মিয়া -ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম অফিস ॥ গতকাল রবিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের দুই কর্মী নিহত এবং উভয় সংগঠনের ৮/১০ জন আহত হইয়াছে। পুলিশ ছাত্রশিবিরের ৩ জনকে এবং ছাত্রলীগের একজনকে অস্ত্রসহ আটক করিয়াছে। নিহতরা হইতেছেঃ ৩য় বর্ষ বাংলা বিভাগের ছাত্র রহিম উদ্দিন (২২) ও ৪র্থ ফিনান্স বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাসান (২৩)। প্রতিবাদে শিবির আগামীকাল মঙ্গলবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকিয়াছে। গতকাল সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের ফোরকানের নেতৃত্বে একদল কর্মী শিবির সমর্থকদের অবস্থান সোহরাওয়ার্দী হলে প্রবেশের পর শিবির কর্মীদের সহিত তাহাদের বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের বেদম প্রহার করে। শিবির কর্মীদের হামলায় ফোরকানের মাথা ফাটিয়া যায়। এ সংবাদ ছড়াইয়া পড়ায় ছাত্রলীগের অবস্থান শাহ আমানত ও শাহ জালাল হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা হল হইতে বাহির হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় সম্মুখস্থ সড়কে অবস্থান নেয়। অপরদিকে ছাত্রশিবিরের নিয়ন্ত্রিত আলাওল ও এফ রহমান হলের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলের শিবির কর্মীদের সাহায্যে আগাইয়া আসে। বেলা সাড়ে ১১টায় হাটহাজারী থানার ওসি মাহফুজুল হকের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সোহরাওয়ার্দী হলে ঢুকিয়া শিবির কর্মীদের হল হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং হল এলাকা হইতে হল শিবির সভাপতি দিদারুল আলম মজুমদার, শিবিরের ক্যাম্পাস সভাপতি জাহেদ হোসেন ও কর্মী এসএম লিয়াকত হোসেনকে আটক করে। বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ আবদুর রব হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির কর্মীদের উপর হামলা চালাইলে শিবির কর্মী ৩য় বর্ষ গণিতের ছাত্র রুস্তম মিয়া কিরিচের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়। বেলা আড়াইটায় সোহরাওর্দী হল এলাকায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ব্যাপক গুলী বিনিময় হয়। ঘটনাকালে পুলিশ উপস্থিত থাকিলেও অনেকটা (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নীরব ভূমিকা পালন করে। এ সময় গুলীবিদ্ধ হইয়া রহিম উদ্দিন ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং অপর ৩ জন গুলীবিদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান হাসপাতালে নিওয়া যাওয়ার পথে মারা যায়। গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহত অপর ২ জন হইতেছেঃ ৩য় বর্ষ ইসলামী ইতিহাসের ছাত্র আবদুস সাকুর ও ৩য় বর্ষ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হাসান মাহমুদ। তাহাদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রাখা হইয়াছে। পুলিশ গুলী বিনিময়ের সময় ৩য় বর্ষ ফিনান্সের ছাত্র ছাত্রলীগের বেলাল, নূরী গ্রুপের সদস্য মীর মেজবাহউদ্দিনকে একটি এলজিসহ আটক করিয়াছে। পুলিশ জানায়, সে ইতিপূর্বে একটি কাটা রাইফেলসহ আটক হইয়া দীর্ঘদিন জেল হাজতে ছিল। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। ছাত্রশিবির সোহরাওয়ার্দী, আলাওল ও এফ রহমান হলে সশস্ত্র অবস্থান নিয়াছে। ছাত্রলীগ শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে অবস্থান জোরদার করিয়াছে। রাতে হাটহাজারী পুলিশ জানায়, বিভিন্ন হলে এবং সংলগ্ন পাহাড় চূড়া হইতে থামিয়া থামিয়া ফাঁকা গুলী বর্ষণের শব্দ শোনা যাইতেছে। ক্যাম্পাস ও হাটহাজারীর আশপাশে উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার হইতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ মাসের জন্য রমজানের ছুটি চলিতেছে।

ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ ক্ষমতাবলে এক ঘোষণায় আজ সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রদের হলসমূহ ত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হল দুইটি ও ফরেস্ট ইনস্টিটিউটের আবাসিক হলের বিদেশী ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হইবে না। আগামী ১৫ই জানুয়ারী হলসমূহ পুনরায় খুলিবে। পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি বাতিল করা হইয়াছে। পরীক্ষার সময়সূচী পরে জানান হইবে।

বিক্ষোভ সমাবেশ

ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল চট্টগ্রামে শিবির বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ছাত্রশিবির নগর শাখার উদ্যোগে সন্ধ্যায় লালদীঘি চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বলা হয়, শিবির নেতাদের খুনী ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতার করা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এ,টি,এম মিজবাহুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শাহজাহান চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, আলমগীর মুহাম্মদ প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। এদিকে ছাত্রদল নগর সভাপতি নাজিমুর রহমান ও চাকসু'র এজিএস মাহবুর রহমান শামীম এবং ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদুল্লা আল মামুন, মোহাম্মদ সেলিম, সুজা উদ্দিনসহ নেতবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে দুই শিবির কর্মীর নিহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা করিয়া হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবী জানান।

লিয়াজোঁ কমিটি

ঢাকাস্থ চার দলের লিয়াজোঁ কমিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের দুইজন নেতার মৃত্যু এবং বিশজন আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কমিটি ঘটনার জন্য ছাত্রলীগের মাস্তান এবং পুলিশকে দায়ী করিয়াছে।

and campus-wide armed conflict broke out